



রমযানের সপ্তগাত



আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপরে রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা সংযমী হতে পার।” (সূরা বাক্বারাহ ১৮-৩ আয়াত)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “রোযা বাতীত আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য। আর রোযা খাস আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই জন্য তার পানাহার ও যৌনাচার ত্যাগ করে।”

রোযার কিছু মাসায়েল

- ১- রোযাদারের জন্য নাপাক অবস্থায় (ফজরের পূর্বে) রোযার নিয়ত করা (ও সেহরী খাওয়া) অতঃপর ফজরের (আযানের) পর গোসল করা বৈধ।
- ২- কোন মহিলা রমযান মাসে ফজরের পূর্বে মাসিক বা প্রসবজনিত রক্ত স্রাব হতে পবিত্র হলে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব; যদিও সে ফজরের (আযানের) পর গোসল করে।
- ৩- রোযাদারের জন্য তার দাঁত তুলে ফেলা, কোন কাটা বা ঘায়ে ওষুধ লাগানো, চোখে বা কানে ওষুধ লাগানো বৈধ। এতে ওষুধের তিজ্জাহাদ গলায় অনুভূত হলেও কোন ক্ষতি হয় না।
- ৪- রোযাদারের জন্য দিনের প্রথম বা শেষভাগে দাঁতন করা বৈধ। বরং দাঁতন করা অন্যান্য দিনের মতই রোযা অবস্থাতেও সুন্নত।
- ৫- রোযাদারের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা বৈধ; যাতে অত্যন্ত গরম ও পিপাসা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন, গায়ে-মাথায় পানি ঢেলে অথবা এ-সি দ্বারা ঠান্ডা গ্রহণ করতে পারে।
- ৬- হাঁফ ইত্যাদির ফলে শ্বাসকষ্ট হলে তা দূর করার জন্য মুখের ভিতর গ্যাস স্প্রে করা রোযাদারের জন্যও বৈধ।
- ৭- ঠোট শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে ভিজানো ও মুখ শুকিয়ে গেলে কুল্লি করা রোযাদারের জন্য বৈধ। তবে গরগরা করা উচিত নয়।
- ৮- ইচ্ছা করেই ফজরের একটু পূর্বে সেহরী খাওয়া শেষ করা এবং সূর্য ডোবা মাত্র সত্বর ইফতারী করা বৈধ। ইফতারী করবে আধা-পাকা খেজুর দ্বারা, তা না পেলে সাধারণ পাকা খেজুর দ্বারা, তা না পেলে পানি দ্বারা, তা না পেলে যে কোন হালাল খাবার দ্বারা, আর তাও না পেলে মনে মনে ইফতারী করার নিয়ত করবে।
- ৯- রোযাদারের জন্য সুন্নত হল, বেশী বেশী করে নেকীর কাজ করা এবং সকলপ্রকার গোনাহর কাজ থেকে দূরে থাকা।
- ১০- রোযাদারের জন্য ওয়াজেব হল, সকল ওয়াজেব কাজে যত্নবান হওয়া এবং সমস্ত হারাম কাজ হতে বিরত থাকা। সূতরাং যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, কোন ওজর না থাকলে সকল নামায জামাতে শামিল হয়ে আদায় করবে। মিথ্যা কথা, গীবত, ধোকাবাজী, সুদী-কারবার তথা সর্বপ্রকার হারাম কথা ও কাজ বর্জন করবে। যেহেতু প্রিয় নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, “যে (রোযাদার) ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল এবং মুখের মত আচরণ ত্যাগ করে না সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”

? রোযা যাতে নষ্ট হয়ঃ-

ইচ্ছাকৃত ক্লীসঙ্গম করলে, জাপ্রত অবস্থায় কোন প্রকারে সকাম বীর্যপাত ঘটলে বা ঘটলে, ইচ্ছাকৃত কিছু খেলে বা পান করলে, খাবারের কাজ করে এমন ইঞ্জেকশন নিলে, দেহে রক্ত চড়ালে, মহিলাদের মাসিক দেখা দিলে অথবা প্রসবোত্তর স্রাব থাকলে, শিঙা লাগিয়ে রক্ত বের করলে অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা ভেঙ্গে বা নষ্ট হয়ে যায়।

? রোযায় কিছু ভুল আচরণঃ-

- ১। অনেক রাত বাকী থাকতে সেহরী খেয়ে ফেলা। ২। কাউকে ভুলবশতঃ খেতে বা পান করতে দেখলে সতর্ক না করা। ৩। ইফতারী করতে দেয়ী করা। ৪। সূর্য চলে গেলে দাঁতন না করা। ৫। (স্বপ্নদোষ বা সঙ্গমজনিত) নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে রোযার ক্ষতি হয় ভাব।

? তারাবীহর নামাযঃ-

শায়খ ইবনে উসাইমীন বলেন,--- রাত্রের অন্যান্য নফল নামাযের তুলনায় রমযানের রাত্রের নামাযে রয়েছে পৃথক বৈশিষ্ট্য। নবী صلى الله عليه وسلم বলেন, “যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও নেকীর আশা নিয়ে (তারাবীহর) নামায পড়বে তার পূর্বকার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।” এ তো মাত্র হাতে গনা কয়েকটি রাত। মুমেনের উচিত, তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। অতএব কোন ব্যক্তির জন্য তারাবীহর নামায ছেড়ে বসে থাকা আদৌ উচিত নয়। কারণ, এ নামাযে সে যথেষ্ট সওয়াব ও নেকী অর্জনে সফল হবে। তবে ইমামের বিতর সহ সমস্ত নামায শেষ না করা পর্যন্ত তা ছেড়ে আসা উচিত নয়। কেননা, শেষ অবধি ইমামের সাথেই ঐ নামায আদায় করলে সারা রাত্রি নামায পড়ার সওয়াব লাভ হয়।

? তারাবীহর রাকআত সংখ্যাঃ-

সঠিক ও বলিষ্ঠমতে তারাবীহ (বিতর সহ) ১১ বা ১৩ রাকআত। কারণ, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ)কে নবী صلى الله عليه وسلم এর রমযান মাসে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, “রমযান অথবা অন্য মাসে তিনি ১১ রাকআতের বেশী নামায পড়তেন না।” ইবনে আব্বাস বলেন, “নবী صلى الله عليه وسلم এর রাতের নামায ছিল ১৩ রাকআত।” (বুখারী)

? রমযানের শেষ দশকঃ-

রমযানের শেষ দশকের রয়েছে বিশেষ মাহাত্ম্য ও পৃথক বৈশিষ্ট্য। কেননা, নবী صلى الله عليه وسلم এই কয়টি রাতে নামায ও যিকর পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারবর্গকে জাগাতেন। আর তিনি নিজেও এই পবিত্রময় রাতগুলিতে জেগে ইবাদত করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল صلى الله عليه وسلم (ইবাদতের জন্য) নিজের কোমর বেঁধে নিতেন, সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

? ই'তিকাফঃ-

উক্ত শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নত। বলা বাহুল্য, বর্তমানে এটি একটি পরিত্যক্ত সুন্নত। প্রত্যেকের উচিত উক্ত সুন্নতকে উজ্জীবিত করতে যত্নবান হওয়া। দশ দিন না পারলেও অন্ততঃ একটি রাত্রিও ই'তিকাফ করে ঐ সুন্নত পালন করা উচিত। একরাত্রি করলে মাগরেবের আযানের পূর্ব থেকে শুরু করে ফজরের নামাযের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে।

? শবেকদরঃ-

শবেকদরের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এই রাত রয়েছে ঐ শেষ দশকের বেজোড় কোন রাতে। এর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে শেষ সাত রাতে। আবার ঐ সাত রাত্রের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে বেশী সম্ভাবনা রয়েছে ২৭শের রাতে। তবে প্রত্যেক বছরে একই রাতে শবেকদর আসে না। বরং পরিবর্তন হয়ে কোন বছরে ২৭, আবার কোন বছরে ২৫ শের রাত্রিতেও ঘটে থাকে। এই রাতে ইবাদত করুন এবং ১ রাকআত নামাযের বিনিময়ে ৩০ হাজার রাকআত অপেক্ষা বেশী সওয়াব লাভ করুন।

ইলামবাজার কেন্দ্রিক বীরভূম-বর্ধমান হেলাল কমিটির অনুমোদিত সাহারী ও ইফতারের সময়-সূচী					
রমযান	সাহারীর শেষ সময়	ইফতার	রমযান	সাহারীর শেষ সময়	ইফতার
১			১৬		
২			১৭		
৩			১৮		
৪			১৯		
৫			২০		
৬			২১		
৭			২২		
৮			২৩		
৯			২৪		
১০			২৫		
১১			২৬		
১২			২৭		
১৩			২৮		
১৪			২৯		
১৫			৩০		

বিঃদ্রঃ- প্রতি ১৭ মাইল পশ্চিমে ১ মিনিট যোগ ও পূর্বে ১ মিনিট বিয়োগ করতে হবে।